দৈনিক সংবাদ

তারিখ 18 JUL 1987
পৃষ্ঠা 6 কলাম 5

১লা শ্রাবণ ১৩৯৪ বাং

87

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েরা কেন পড়ে

—নমিতা হালদার

(কৃষি প্রধান বাংলাদেশের শতকরা ৪৯ ভাগেরও বেশী যখন মহিলা, তখন জাতীয় উন্নয়নে পুরুষের পাশাপাশি তাদেরও কাজ করা একান্ত প্রয়োজন। অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশের মেয়েরাও কৃষি কাজে পিছিয়ে নেই। প্রমাণ ভূমিশ্রমিক কিষানী এবং ফলন পরবর্তি কর্মের দায় দায়িত্ব)।

বাংলাদেশে কৃষি শিক্ষার একমাত্র উচ্চ বিদ্যাপীঠ ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে তিনশত ছাত্রী অধ্যয়নরতা। অন্যান্য উচ্চ শিক্ষার পাশাপাশি কৃষিতেও মেয়েরা এগিয়ে আসছে এটা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার। এখনও দেশের অনেক সচেতন নাগরিক এবং অভিভাবক কৃষিতে মেয়েদের পদার্পণের কথা মানেন না। এমনকি কৃষি শিক্ষায় মেয়েদের পাঠানোও অনেকটা ঝুঁকিপূর্ণ মনে করেন।

মূলতঃ কৃষি শিক্ষার ৩টি প্রধান দিক রয়েছে, যথা-শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ। সমাজ-ব্যবস্থা এবং সেই সাথে যানবাহন পরিচালনায় আমাদের মেয়েদের অপারদর্শিতার কারণে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যে সম্প্রসারণ কাজ চলছে তাতে মেয়েরা ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারছে না। কিন্তু শিক্ষায় এবং গবেষণায় দেশের বিভিন্ন শিক্ষাংগণে ছাত্রীরা মূল্যবান অবদান রাখছে। এ পর্যন্ত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি কলেজ থেকে পাস করা প্রায় একশ' মহিলা কৃষিবিদ দেশের বিভিন্ন কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে কর্মরত রয়েছেন।

তবে মেয়েরা যে কেবলমাত্র গবেষণা কর্মে আত্মনিয়োগের জন্যই ব্যতিক্রমধর্মী কৃষি শিক্ষায় শিক্ষিত হতে এসেছে এমন নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ক্রমবর্ধমান হারে ভর্তি সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করছে, বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আজকাল যারা ভর্তি হতে পারছে তারা মহা সৌভাগ্যবান বলতে হবে। তাছাড়া কারিগরি শিক্ষার প্রতি কারো কারো বিশেষ দুর্বলতা রয়েছে বলেও কৃষি শিক্ষার দিকে দৃষ্টি দিয়েছে অনেকে। আবার মেডিক্যাল কলেজের পাঠ্যক্রমের চাইতে কম সময়ে কারিগরি শিক্ষালাভের জন্যও অনেকে কৃষি শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

সম্প্রতি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের কাছে পৃথক পৃথকভাবে কেন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে এ ব্যাপারে জরিপ করা হলে প্রত্যেকে একাধিক উত্তর দিয়েছে। উত্তরের শতকরা হিসেব করলে নিম্নলিখিত ছকে ফেলা যায়:

(১) চাকরির নিশ্চয়তা আছে বলে —৭৩.৭৫
(২) আত্মীয় স্বজনের উৎসাহে —৫৩.৭৫
(৩) কারিগরি শিক্ষার প্রতি দুর্বলতা বশতঃ—৪৮.৭৫
(৪) মেডিক্যাল।ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্তির সুযোগ পায়নি বলে —৪৭.০৫
(৫) কৃষি সম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে—৩৬.২৫
(৬) সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উৎসাহে —১৬.২৫
(৭) পরবর্তীতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে সুযোগ বেশী বলে —৮.৭৫
(৮) ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা-গ্রহণের আগ্রহে—৭.০৫
(৯) পুরুষের পাশাপাশি কাজ করে আত্মনির্ভরশীলতা ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য —৭.০৫
(১০) ভাল পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে- ৫
(১১) কম সময়ে কারিগরি ডিগ্রী লাভের জন্য —৩.৭৫
(১২) বাড়ীর কাছে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বলে—২.০৫

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার কারণ যাই হোক না কেন, প্রচণ্ড আবাসিক সমস্যা এবং অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ভর্তি পরীক্ষাকে অতিক্রম করেও মেয়েরা কৃষি শিক্ষায় উৎসাহী হয়ে উঠেছে এটা অত্যন্ত গৌরবের বিষয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি পৃথক অনুষদে ব্যাপক সংখ্যক ছাত্রী রয়েছে এবং তাদের কাজের ক্ষেত্রও ভিন্ন। কৃষি অনুষদের ছাত্রীরা মাঠে লাঙ্গল, ট্রাক্টর চালিয়ে ফসল ফলাচ্ছে। পশু চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রীরা পশুর চিকিৎসা, রোগ নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কাজ করছে। মৎস্য বিজ্ঞানের ছাত্রীরা পুকুরে মাছের চাষ নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত। পশু পালনের ছাত্রীরা পশু সম্পদের উন্নয়নে কর্মরত। কৃষি প্রকৌশল এবং কৃষি অর্থনীতির ছাত্রীরা যথাক্রমে ট্রেনিং এবং হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ব্যস্ত। মোট কথা কৃষি শিক্ষায় বৈচিত্র্য রয়েছে তা যে কোন শিক্ষার্থী ছাত্রীই স্বীকার করবে।

কৃষি প্রধান বাংলাদেশের সম্পদ উন্নয়নে আরো ব্যাপক সংখ্যক মেয়েকে কৃষি শিক্ষার সুযোগ নিতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানেও তেমন ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সরকার ও অভিভাবক মহলকেও এগিয়ে আসতে হবে যাতে কৃষি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ছাত্রীরা উৎসাহ ভরে অধ্যয়ন করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতে পারে।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, এ উল্লেখিত জরিপ এবং বাস্তব ক্ষেত্রকে কিভাবে আমরা বিচার করব।

দেখা যায়, এই বিদ্যালয় থেকে পাস করার পর বাস্তব জীবনে এই বিশেষ দক্ষতা কাজে লাগানো যাচ্ছে না।

১। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই কৃষি ক্ষেত্রে যারা শ্রমিক, তারা দক্ষ ব্যক্তির জ্ঞান ভাণ্ডারকে অবজ্ঞা করে। অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন দক্ষ ব্যক্তির প্রবেশ সাদিত অথবা প্রত্যাশিত—এই ক্ষেত্রে নারী শিক্ষানবিসকে কিছুটা হেয় করে দেখা হয় (মেয়ে মানুষ, তাতে আবার উচ্চশ্রেণীর ওরা নাজুক হাতে আবার মাটি কাটতে আসছে কেন)।

কারণ: (ক) এখানে সব মেয়েই মধ্যবিত্ত মানসিকতার শিকার।

(খ) বিয়ে হবার পর এই নারীদের অন্যত্র চলে যেতে হয় স্বামীর হাত ধরে, ফলে আর কাজ কর্মসূচী নির্দিষ্ট থাকে না।

২। কৃষি মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগ কেবল মাত্র নিজ বিভাগীয় অফিসে কাজ ছাড়া—মধ্যবিত্ত মেয়েদের মাঠে পাঠাতে নারাজ।

তবে কি মেয়েরা কেবল সার্টিফিকেট বগল দাবা করে অন্যত্র চলে যাবে? বিষয়টা গুরুতর। প্রায়োগিক দিকটা নিয়ে এখনই ভাববার সময়। সব জেনে বুঝে, দেখেই নারীর কৃষি ক্ষেত্রে পদচারণা ব্যাপৃত হোক। ৩। যে শিক্ষায় সে শিক্ষিত হচ্ছে সেটা যেন কাজে লাগে, খেটে খাওয়া মানুষের মতো করে তাদের পাশাপাশি। নতুবা নারীর সনাতন কর্মবেষ্টিত যান্ত্রজীবন কারাগারে সুরক্ষিতই থাকবে—আর সব হয়ে যাবে অর্থহীন।